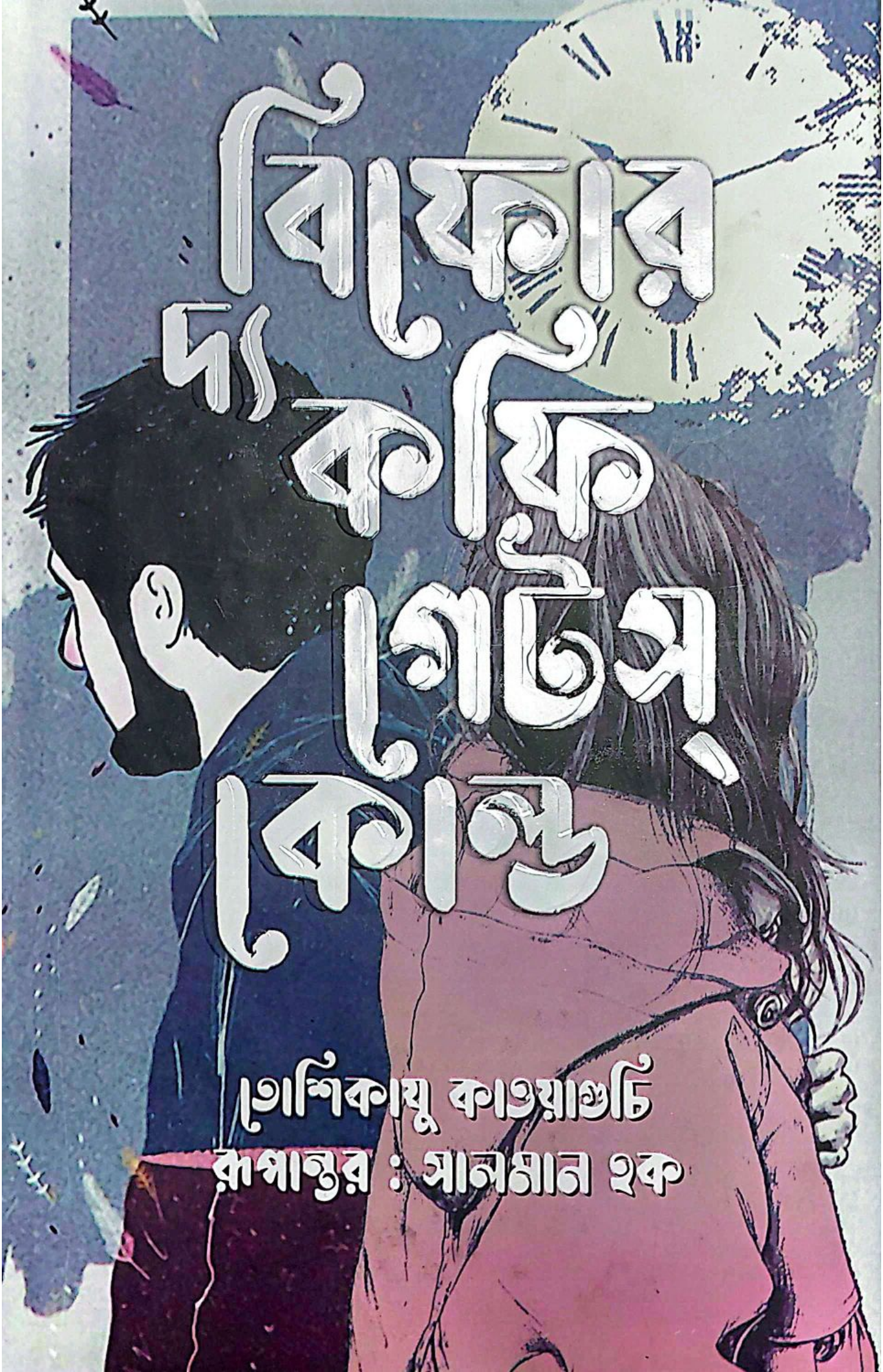
বিফোর দ্য কফি গেটস কোল্ড
তোশিকাযু কাওয়াগুচি
রূপান্তর : সালমান হক

তোশিকাযু কাওয়াগুচির

জন্ম জাপানের ওসাকা শহরে, ১৯৭১ সালে। তিনি একই সাথে একজন নাট্যকার এবং লেখক। নাটক লেখার পাশাপাশি সনিক স্নেইল নাট্যদলের হয়ে পরিচালনাও করেছেন। তার বিখ্যাত মঞ্চ নাটকগুলোর মধ্যে *কাপল*, *সানসেট সং* এবং *ফ্যামিলি টাইম* উল্লেখযোগ্য। 'বিফোর দ্য কফি গেটস কোল্ড' উপন্যাসটি অবলম্বনে রচিত নাটকটি দশম সুগিনামি নাট্যোৎসবে সেরা নাটকের খেতাব পায়। ইংরেজিতি অনুবাদের পর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাতারাতি নাম ছড়িয়ে পড়ে তার।

বিফোর দ্য কফি গেটস্ কোল্ড

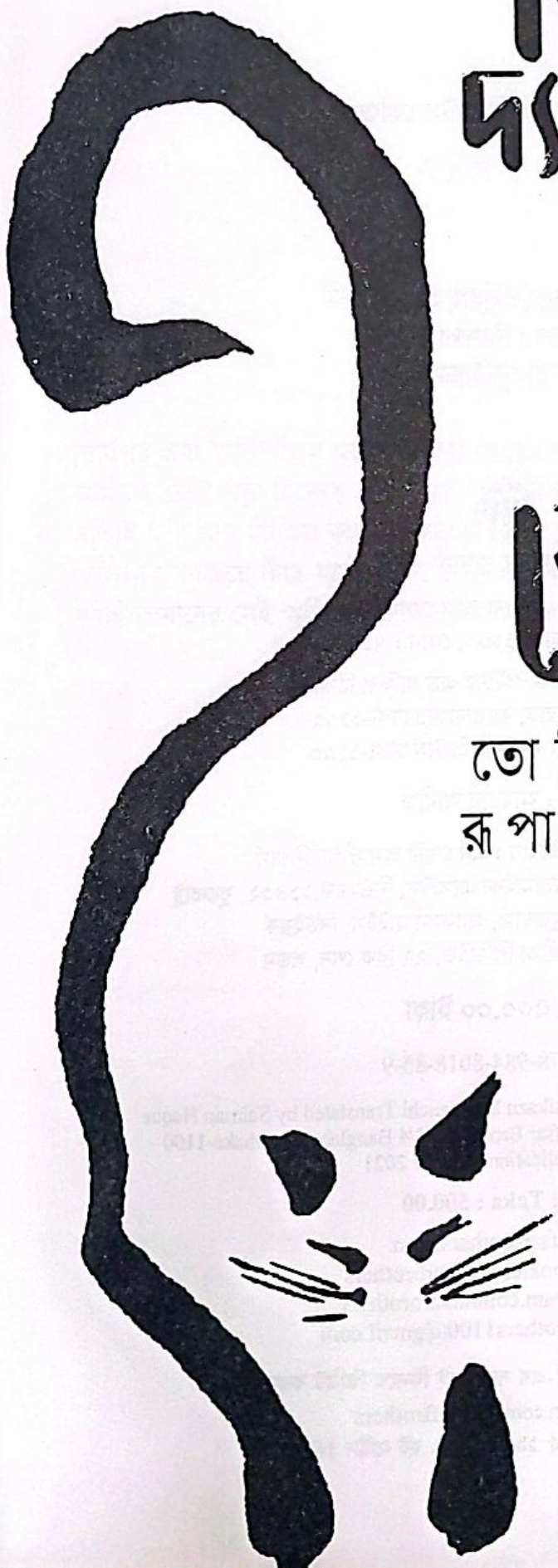

তোশিকাযু কাওয়াগুচি
রূপান্তর : সালমান হক

আফসার ব্রাদার্স

"আহ-হা, দেরি হয়ে গেছে," বিড়বিড়িয়ে বললো যুবক। "আমাকে উঠতে হবে এখন।" তার আচরণেই স্পষ্ট যে কোনোমতে এখান থেকে উঠে যেতে পারলেই বাঁচে।

"তাই!" সামনে বসে থাকা যুবতি বললো। দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা খেলা করছে তার। এখন অবধি যুবক অবশ্য বলেনি যে তাদের মধ্যে সবকিছু পুরোপুরি চুকেবুকে গেছে। কিন্তু তিন বছরের প্রেমিকাকে আজ সে ডেকে পাঠিয়েছিল কিছু 'গুরুত্বপূর্ণ কথা' বলবার জন্য। আলাপের এক পর্যায়ে হঠাৎই সে জানায় যে চাকরির খাতিরে মার্কিন মুল্লুকে পাড়ি জমাতে হবে। খুব বেশি সময়ও নেই হাতে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রগামী ফ্লাইট। ততক্ষণে মেয়েটা বুঝে গেছে যে কথাবার্তা কোনদিকে এগোচ্ছে। নিশ্চয়ই ব্রেকআপের কথা বলবে বলেই আজ এখানে নিয়ে এসেছে তার প্রেমিক। অথচ ও কি না আশায় বুক বেঁধেছিল যে 'গুরুত্বপূর্ণ কথা' বলতে হয়তো বিয়ে সংক্রান্ত কিছু বুঝিয়েছিল সে।

"কী?" শুকনো কণ্ঠে বললো যুবক। এখনো তার চোখে চোখ রাখছে না।

"শুধু এটুকুই বলার আছে তোমার?" জিজ্ঞেস করলো ও।

যুবতি জানে যে এভাবে প্রশ্নের সুরে কথা বলাটা পছন্দ করে না তার প্রেমিক। এই মুহূর্তে বেইজমেন্টের একটা ক্যাফেতে বসে আছে ওরা দুজন। আলোর উৎস বলতে সিলিং থেকে ঝুলন্ত ছ'টা ল্যাম্প এবং প্রবেশপথের কাছে ছোট্ট একটা ঝাড়বাতি। ভেতরের সবকিছুতেই বয়সের ছাপ। পুরানো দিনের ছবির মতোন কালচে বাদামি আভা চারদিকে। ঘড়ি ছাড়া ভেতরে সময় বোঝার কোনো উপায় নেই।

ক্যাফের একপাশে তিনটা বিশাল অ্যান্টিক দেওয়ালঘড়ি ঝোলানো। প্রত্যেকটা ঘড়ি আবার ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখাচ্ছে। ব্যাপারটা কী ইচ্ছাকৃত? নাকি ঘড়িগুলোয় সমস্যা আছে? প্রথমবার আগত খদ্দেরদের এই ধাঁধার

জবাব পেতেই সময় লেগে যায় অনেকক্ষণ। অগত্যা নিজেদের হাতঘড়ির ওপরেই ভরসা করতে হয় তাদের। লোকটাও সেই পথেই হাঁটলো। ঘড়ির ডায়ালে চোখ দিয়ে আরেক হাতের আঙুলগুলো নিয়ে এলো ডান ভ্রুর উপরে। নীচের ঠোঁটটা কাঁপছে তিরতির করে।

অন্য সময় দৃশ্যটা যুবতির মনে মায়ার উদ্রেক ঘটালেও আজ বিরক্তিকর ঠেকছে সবকিছু। "তোমার চেহারা দেখে কিন্তু সবাই ভাববে আমি বুঝি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি," বললো সে।

"আরে না, আমি অমন কিছু ভাবছি না," লজ্জিত স্বরে বললো লোকটা।

"ভাবছো!"

আবারো আগের ভঙ্গিতে কথাটা এড়িয়ে গেল যুবতির প্রেমিক। দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেছে। তার এরকম উদাসীন ভাবভঙ্গি বেচারির রাগে যেন ঘি ঢালছে। "তুমি তাহলে চাইছো আমার মুখ থেকে কথাটা শুনতে?"

কফির কাপে হাত রাখলো সে। একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। গরম কফিতে চুমুক দেওয়ার সুযোগ হারিয়ে মেজাজের আরো অবনতি হলো যুবতির।

আরো একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ফ্লাইট ছেড়ে যেতে কতক্ষণ সময় বাকি, সেই হিসেব কষে নিলো যুবক। ঠিক সময়মতো পৌঁছাতে চাইলে খুব দ্রুত ক্যাফে ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে তাকে। নিজেকে সামলানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে আবারো ডান হাতের আঙুলগুলো কপালের কাছে নিয়ে এলো সে। এটা তার একটা মুদ্রাদোষ।

প্রেমিকের বারবার সময় দেখা বিরক্তির পরিমাণ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে দিচ্ছে যুবতির। প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শব্দ করে কাপটা নামিয়ে রাখলো সে পিরিচের উপরে।

চমকে গেল যুবক। কিছুক্ষণ আগেও ডান ভ্রুর উপরে থাকা আঙুলগুলো এখন শোভা পাচ্ছে চুলের মাঝে। বিভ্রান্ত অবস্থায় চুল টানার অভ্যাস তার দীর্ঘদিনের। কিন্তু এরপরেই বদলে গেল চিত্রপট। লম্বা একটা শ্বাস টেনে যুবতির চোখে চোখ রাখলো সে। খানিক আগের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠেছে পুরোপুরি। চেহারা একদম শান্ত।

প্রেমিকের মুখভঙ্গির আকস্মিক এই পরিবর্তনে রীতিমতো হকচকিয়ে গেল যুবতি। চোখ নামিয়ে নিজের কোলের উপরে দৃষ্টি স্থাপন করলো।

যুবক অবশ্য পরবর্তী কথাগুলো বলার জন্য আর অপেক্ষা করলো না। তাড়া আছে তার। "আসলে, দেখো..."

এখন আর বিড়বিড় করছে না সে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে।

"কিছু বলতে হবে না। তুমি চলে যাও," যুবকের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো যুবতি। চোখজোড়া এখনো নামিয়ে রেখেছে সে।

কে বলবে যে এতক্ষণ সে-ই কি না প্রেমিকের মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল? স্থাণুর মতো বসে আছে যুবক। দেখে মনে হবে যেন সময় থমকে গেছে।

"তোমার তো এখন যেতে হবে, তাই না?" বাচ্চাদের মতো অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো যুবতি।

জবাবে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো যুবক, যেন বুঝতে পারছে না প্রেমিকা কী বলছে।

যুবতি জানে তার কথাগুলো কতটা ঠুনকো শোনাচ্ছে। সেজন্যেই বোধহয় অন্যদিকে তাকিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পেতে হচ্ছে ভীষণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাউন্টারের পেছনে দাঁড়ানো ওয়েট্রেসের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো যুবক।

"এক্সকিউজ মি, আমাদের বিলটা দিয়ে দিতে চাইছি এখনই," ক্ষীণকণ্ঠে বললো সে। এরপর টেবিলে রাখা বিলের কাগজটা উঠিয়ে নিতে গিয়ে দেখলো যুবতি সেটা হাত দিয়ে চেপে রেখেছে।

"আমি আরো কিছুক্ষণ থাকবো...যাবার সময় আমিই বিল দিয়ে দিব," কিন্তু তাকে কথা শেষ করতে দিলো না যুবক। বিলের কাগজটা টান দিয়ে ছুটিয়ে নিলো সহজেই। হাঁটা দিলো ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে।

"হ্যাঁ, একসাথে বিল হবে।"

"বললাম তো আমি দিয়ে দিব।"

চেয়ার থেকে না উঠেই যুবকের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিলো যুবতি।

কিন্তু তার কথা যেন কানেই ঢুকছে না যুবকের। চেয়ার ছেড়ে ওঠার পর এখন অবধি একবারের জন্য তাকায়নি পর্যন্ত। ওয়ালেট থেকে এক হাজার ইয়েনের একটা নোট বের করলো সে।

"বাকিটা আপনি রেখে দিন," বিলের কাগজ এবং নোটটা ওয়েট্রেসের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো যুবক। এরপর বিষাদগ্রস্ত চোখে প্রেমিকার দিকে একঝলক তাকিয়ে ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাফে থেকে।

"...এটা এক সপ্তাহ আগের ঘটনা," এটুকু বলেই একদম ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল ফুমিকো কিয়োকাওয়া। মাথা নামিয়ে এনেছে টেবিলের ওপরে। কোনো এক অদ্ভুত উপায়ে বেঁচে গেল কফির কাপটা।

কাউন্টারে মুখোমুখি বসে এতক্ষণ ফুমিকোর গল্প শুনছিলো ওয়েট্রেস আর এক কাস্টমার। একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো তারা।

সিনিয়র হাইস্কুলের গণ্ডি পেরুবার আগেই ছয়টা ভাষায় কথা বলতে এবং লিখতে শেখে ফুমিকো। নিজ ক্লাসের সেরা ছাত্রী হিসেবে পাশ করে ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে। চাকরি পেতেও খুব বেশি সময় লাগেনি। টোকিওর নামকরা একটি মেডিক্যাল আইটি ফার্মে যোগ দেয়। চাকরিতে দুই বছর শেষ হবার আগেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের দায়িত্ব অর্পিত হয় তার কাঁধে। ক্যারিয়ার সচেতন তিলোত্তমা নারীর এক জলজ্যান্ত প্রতিমূর্তি ফুমিকো।

আজকে তার পরনে সাধারণ অফিসের পোশাক। সাদা ব্লাউজ, কালো স্কার্ট এবং জ্যাকেট। সবকিছু বিবেচনায় এটা স্পষ্ট যে কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল সে।

ফুমিকোকে বেশ সুন্দরীই বলা চলে। কমনীয় দেহসৌষ্ঠব এবং চিকন ঠোঁটজোড়া যে-কোনো পপ আইডলের কথা মনে করিয়ে দেবে। ঘনকালো চুলগুলো খুব বেশি লম্বাও নয়, আবার খাটোও নয়। এতেই মানিয়ে গেছে তাকে। সাধারণ পোশাকেও তার দারুণ ফিগার নজর কাড়বে যে কারো। যেন ফ্যাশন ম্যাগাজিন থেকে উঠে আসা কোনো মডেল। ইংরেজিতে একেই বলে 'বিউটি উইথ ব্রেইন'। তবে নিজের সম্পর্কে সে ঠিক কী রকম ধারণা পোষণ করে তা একটা রহস্য বটে।

অতীতে ফুমিকো কখনো হৃদয়ঘটিত কোনো ব্যাপারে এভাবে ভেঙে পড়েনি। কাজই ছিল তার জীবনের একমাত্র জিয়নকাঠি। তার মানে এই নয় যে প্রেম পা রাখেনি ওর জীবনে। কিন্তু কাজকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়েছে। *কাজই আমার প্রেমিক*–প্রায়শই ঠাট্টাচ্ছলে বলতো ফুমিকো। অনেক পুরুষের নিবেদন বিনা বাক্যব্যয়ে নাকচ করে দিয়েছে। মানুষ যেভাবে টোকা দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো পরিষ্কার করে, সেভাবে।